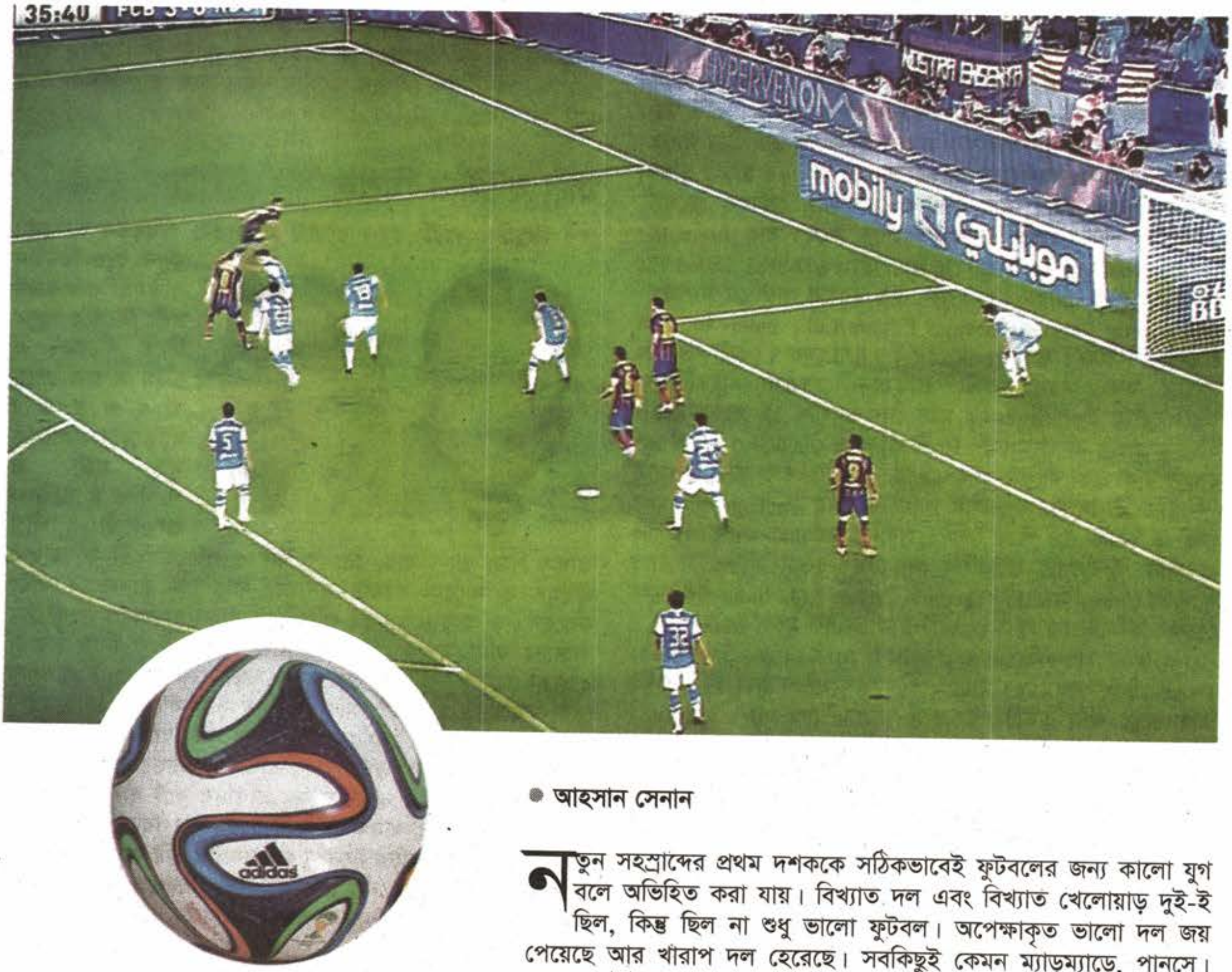

১০ বছরে বদলে গেছে ফুটবল

আহসান সেনান

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশককে সঠিকভাবেই ফুটবলের জন্য কালো যুগ বলে অভিহিত করা যায়। বিখ্যাত দল এবং বিখ্যাত খেলোয়াড় দুই-ই ছিল, কিন্তু ছিল না শুধু ভালো ফুটবল। অপেক্ষাকৃত ভালো দল জয় পেয়েছে আর খারাপ দল হেরেছে। সবকিছুই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, পানসে। ডাচদের টোটাল ফুটবল, ইতালিয়ানদের সেটানাচ্চিও (কঠোর আত্মরক্ষামূলক ফুটবল), ব্রাজিলের সাম্বা ফুটবল আর জার্মানদের পৌরাণিক দক্ষতা– সবই যেন স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল। দেখেশুনে মনে হয়েছে, বিশ্বকাপ ফুটবল যেন তার আত্মপরিচয় হারিয়েছে।

একুশ শতকের প্রথম দশকে খেলোয়াড়রা মাঝারি মানের খেলার উচ্চমানের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পুরো ফুটবলই এক রকম স্থিতাবস্থায় আটকে ছিল। আর ঠিক তখন বহুদিন থেকেই প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়া স্পেন (আন্তর্জাতিকভাবে) এবং বার্সেলোনা (ঘরোয়াভাবে) উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'যথেষ্ট হয়েছে আর নয়।' ২০০৬ থেকে শুরু হয়ে ২০১২ সাল পর্যন্ত স্পেনীয় ফুটবল দর্শনই প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং বলা যেতে পারে বিশ্ব ফুটবলকে বিমোহিত করে রেখেছে।

Kool
For The Real Man

বার্সেলোনা চালু করেছে তাদের টিকি-টাকা ব্র্যান্ড; যে কৌশলে তারা বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পায়ে রাখার ওপর ভিত্তি করে একজন তরুণ দ্রুতগতির খেলোয়াড়কে দিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে। আর এই তরুণ খেলোয়াড়দের জোগানোর জন্য আছে তাদের লা মাসিয়া একাডেমি। রোনালদিনহো এবং পরে মেসির কবচে ভর করে বার্সেলোনা সবগুলো ট্রফি জয় করেছে। রোনালদিনহো এবং মেসি ক্লাব পর্যায়ের সর্বোচ্চ সম্মান জিতে নিয়েছেন। স্পেনও এ ধারাবাহিকতায় ২০০৮-এর ইউরো এবং ২০১০-এর বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে। এরপর ২০১২ সালের ইউরো কাপও ঘরে তুলেছে স্পেন (ধারাবাহিকভাবে কোনো জাতীয় দলের পক্ষে এটিই তিনটি বড় ট্রফি জয়ের ঘটনা)।

দুর্ভেদ্য রক্ষণ কৌশল সেটানাচ্চিও

আধিপত্য বিস্তার করে খেলাই স্পেন ও বার্সেলোনার দর্শন। সেখানে প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয় বলের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব রাখাকে। তাদের মতে, খেলায় নিয়ন্ত্রণ রাখার মধ্য দিয়েই জয় নিশ্চিত হয়। স্পেনের খেলার এ স্টাইলকে ডাচদের টোটাল ফুটবলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, আর এতে খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তরুণদের জন্য লা মাসিয়া একাডেমি তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন জোহান ক্রুয়েফ। ক্রুয়েফ পরবর্তীতে এ একাডেমির ম্যানেজার হয়েছিলেন আর এ সহস্রাব্দে আরেক ডাচ কিংবদন্তি ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড দায়িত্ব পালন করেছেন লা মাসিয়ার ম্যানেজার হিসেবে।

স্পেন এবং বার্সেলোনা মধ্যমাঠে ছোট ছোট পাসের ওপর নির্ভর করে। কোনো লম্বা পাস নয়, কিংবা বক্সে কোনো ক্রসও নয়। এ ছোট পাসের সবচেয়ে দক্ষ কারিগর জাভি ও ইনিয়েস্তা। অনেক সময় এ দুজনের পাসের সংখ্যা বিপক্ষ দলের মোট পাসের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এ জুটি যে দলের হয়ে খেলেন তাদের খেলায় বলের দখল থাকে ৬৫ শতাংশের বেশি। উইংয়ে এ দুই দল নির্ভর করে দ্রুতগতির উইঙ্গারদের ওপর। ফুল ব্যাকরাও বলের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায়। রক্ষণভাগে তারা ব্যবহার করে চলমান সেন্টার-ব্যাকদের।

স্প্যানিশদের দর্শন বিশ্বকে দিয়েছে 'ফলস ৯' নামের একটি অবস্থান। গত বিশ্বকাপের জয়যাত্রায় ভিসেন্তে দেল বস্কের অধীনে ফ্যাব্রিগাসকে এ অবস্থানে খেলিয়ে ভালোই ফায়দা তুলেছিল স্পেন। ফলস ৯ অবস্থানের খেলোয়াড় খেলতে নামেন স্ট্রাইকার হিসেবে, কিন্তু মধ্যমাঠের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেও তিনি নিচে নেমে আসেন। এটা শুধু মধ্যমাঠেই শক্তি জোগায় না, বরং ডিফেন্সকেও শক্তিশালী করে। আর এতে মাঠের ওপরের দিকে গ্যাপ তৈরি হয়, যা তার দলের অন্য ফরোয়ার্ডরা ব্যবহার করে।

স্প্যানিশদের আরেকটি কৌশল তেমন স্বীকৃতি পায়নি : সেটা হলো একজন শক্তিশালী রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডারকে খেলানো, যিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে। বার্সেলোনার জন্য প্রথমে এ কাজটি করেছেন ফ্রাঙ্ক ভ্যান বোমেল (নেদারল্যান্ডস), তারপর ইয়াইয়া তুরে (আইভরি কোস্ট) এবং সবশেষে সার্জিও বাসকোয়েট (স্পেন)। স্পেনের জন্য এ কাজটি করেন মার্কোস সেনা এবং সার্জিও বাসকোয়েট। পুরো খেলার গেম প্ল্যানে এই খেলোয়াড়েরা অপরিহার্য অংশ। এরা রক্ষণভাগকে সহায়তা করেন দুভাবে : এক, তারা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন এবং দুই, বিপক্ষের আক্রমণকে ছত্রভঙ্গ করেন, মধ্যমাঠের নিয়ন্ত্রণ রাখতে সহায়তা করেন।

এ সময়টাতে স্পেন ও বার্সেলোনাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে খুব কম দলই সফল হয়েছে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে

Kool
For The Real Man
Kool

বার্সেলোনার চেয়ে এগিয়ে থেকে স্পেন এক রকম অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। নিজেরা বিশ্বসেরা থাকা অবস্থায় সে সময়ে বার্সেলোনা কেবল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি এবং ইন্টার মিলানের কাছে হেরেছিল। এরা নিজেরা আক্রমণে গুরুত্ব না দিয়ে বার্সেলোনার আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল নিয়েছিল এবং তাতেই জয় অর্জন করে নেয় তারা। দলগুলো বার্সেলোনার পুরো চাপ শুষে নিয়ে নিজেদের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করেছে এবং কাউন্টার অ্যাটাকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছে। (বার্সেলোনার একমাত্র দুর্বলতা কাউন্টার অ্যাটাক সামলানোর ক্ষমতা)। লক্ষ্য আসলে নিজে জেতা নয়, বরং বার্সেলোনাকে জিততে না দেয়া। এ ধরনের কৌশলকে ফুটবলবিরোধী বলে আখ্যা দেয়া হলেও নিজেদের দিনে বার্সেলোনাকে হারানোর একমাত্র পদ্ধতি এটা।

গত ১০ বছরে ফুটবলের বিবর্তন

এ সময়ের টিকি-টাকা ফুটবল কৌশলটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং চিরদিন সেটানাচ্চিও ও টোটাল ফুটবলের সঙ্গেই এর নাম উচ্চারিত হবে। এ কালপর্বে স্পেন দুবার ইউরো, একবার বিশ্বকাপ, তিনবার ফিফার ফেয়ার প্লে ট্রফি এবং ছয়বার ফিফা টিম অব দ্য ইয়ার, একবার লরেয়াস ওয়ার্ল্ড টিম অব দ্য ইয়ার জিতেছে। একই সঙ্গে টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত থেকেছে, যার মধ্যে ১৫টি রয়েছে জয়ের তকমা। অন্যদিকে এ সময়ে বার্সেলোনা ৫ বার লা লিগা, ২ বার কোপা দেল রে, ৪ বার সুপার কোপা এস্পানা, তিনবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগ, ২ বার উয়েফা সুপার কাপ, ২ বার ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে। ২০০৯ সালে তারা ৬টি শিরোপা জিতেছে।

নেদারল্যান্ডসের টোটাল ফুটবল

কিন্তু সব সাফল্যেরই শেষ আছে। বার্সেলোনার গর্ব ধুলায় মেশে জার্মানির বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগের এক সেমিতে বার্সেলোনা আর বায়ার্ন মিউনিখের দ্বৈরথে বিশ্ববাসী বার্সেলোনার আরেকবার ফাইনালে ওঠা এবং এক দশকে চতুর্থবার শিরোপা জয়ের অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু টাইব্রেকারে ৭-০-তে খেলা জিতে নেয় বায়ার্ন মিউনিখ।

২০০৬ থেকে ২০১২ সময়কালে যখন বার্সেলোনা এবং স্পেন রাজত্ব করেছে তখন বাকি পুরো ফুটবল দুনিয়া ব্যস্ত ছিল টিকি-টাকাকে মোকাবেলা করার পরিকল্পনা আবিষ্কারে। আর সেটা এসেছে সেটানাচ্চিও এবং কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল থেকে। সেটানাচ্চিওর মূল দর্শন হচ্ছে যদি প্রতিপক্ষ গোল করতে না পারে তাহলে তারা জিততেও পারবে না। আর এভাবে রক্ষণাত্মক খেলাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হলো। ক্লাব পর্যায়ে অ্যাজাক্স এবং আন্তর্জাতিক মাঠে নেদারল্যান্ডস এটা করে দেখাল। সেটানাচ্চিওর একটা বড় দুর্বলতা হলো ম্যান-মার্কিং।

সেটানাচ্চি কৌশলে খেলতে গেলে একটি দলের প্রত্যেক ডিফেন্ডারকেই প্রতিপক্ষের আক্রমণভাগের একজন নির্দিষ্ট খেলোয়াড়কে মার্কিংয়ে রাখতে হয়। কিন্তু ডাচ টোটাল ফুটবল-কৌশলে একটি দলের খেলোয়াড়রা অবিরাম জায়গা বদল করে খেলেন। আর তাই টোটাল ফুটবল কৌশলের কাছে বেশ ভালোভাবেই মার খায় সেটানাচ্চি ফুটবল। টিকি-টাকা টোটাল ফুটবলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও একটি বড় পার্থক্য আছে। টোটাল ফুটবলে জোর দেয়া হয় খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্তনের ওপর আর টিকি-টাকাতে জোর দেয়া হয় বলের স্থান পরিবর্তনের ওপর।

Kool
For The Real Man

এক্ষেত্রে শক্ত রক্ষণভাগ নিশ্চিত করা হয়, যার ফলে বিপক্ষ দল যতই পাস দিক না কেন, গোল করা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। আর যেই মাত্র বিপক্ষ দল বল থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ করে তারা।

২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ উড়িয়ে দেয় বার্সেলোনাকে আর জার্মানির বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ৪-০ গোলে হারায় স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদকে। উভয় দলেই ছিল শক্তিশালী এবং গোছানো রক্ষণভাগ, চলমান ও দ্রুতগতির ফুল ব্যাক। সেন্টার অব পার্কে ছিলেন একজন বক্স-টু-বক্স মিডফিল্ডার। এ মিডফিল্ডার বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে দক্ষ এবং একই সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য আক্রমণভাগকে পাস দিতে সক্ষম। বার্সেলোনা ৭০ শতাংশ বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বায়ার্নের ডিফেন্সে চিড় ধরাতে পারেনি। প্রত্যেক বার্সা খেলোয়াড় প্রায় শখানেক পাস দিয়েছেন, কিন্তু বায়ার্নের ডিফেন্স তখনও অটুট। আর সেই ডিফেন্স ভাঙতে আরো বেশি বার্সা খেলোয়াড়কে ওপরে আসতে হয়েছে এবং যেই না তারা বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে (খেয়াল করে দেখুন টিকি-টাকার দর্শন হচ্ছে বলের ওপর চাপ তৈরি করা। ফলে যখনই বায়ার্ন তাদের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করেছে, তখন বার্সাকে তাদের খেলোয়াড় ওপরে পাঠাতে হয়েছে) তখনই তার খেসারত দিতে হয়েছে তাদের।

টিকি-টাকা কৌশলে খেলেই ২০১০ বিশ্বকাপ জিতেছিল স্পেন

বার্সেলোনার সতর্ক, পরিমাপ করা এবং ধৈর্যশীল মার খেয়েছে জার্মানদের দুরন্ত গতি, শক্তি আর দক্ষতার কাছে। এখন কথা হচ্ছে, টিকি-টাকার সময় যে শেষ, সেটা ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে পেপ গার্দিওলার (বার্সেলোনার লা মাসিয়া একাডেমির প্রোডাক্ট) দল রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৫-০ গোলে হেরেছে। মাদ্রিদে ছিলেন রোনালদো, বেল; জাভি ছিলেন মধ্য মাঠে। মাদ্রিদ পুরোপুরি নির্ভর করেছে গতি এবং কাউন্টার অ্যাটাকের ওপর। প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে টিকি-টাকার কফিনে তারা আরেকটি পেরেক ঠুকে দেয়।

> বার্সেলোনা চালু করেছে তাদের টিকি-টাকা ব্র্যান্ড; যে কৌশলে তারা বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পায়ে রাখার ওপর ভিত্তি করে একজন তরুণ দ্রুতগতির খেলোয়াড়কে দিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে। আর এই তরুণ খেলোয়াড়দের জোগানোর জন্য আছে তাদের লা মাসিয়া একাডেমি। রোনালদিনহো এবং পরে মেসির কবচে ভর করে বার্সেলোনা সবগুলো ট্রফি জয় করেছে

স্পেনকে এখনো এত অপমান হজম করতে হয়নি, কিন্তু এটা নিশ্চিত, ২০১০-এর স্প্যানিশ দল আর এবার থাকছে না এবং চার বছর আগে তারা প্রতিপক্ষের জন্য যতটা ভীতিকর ছিল এখন আর তা নেই। অবশ্য ভিসেন্তে দেল বস্কের কোচিংয়ের কোনো দলকে নিয়ে কিছু লিখে দেয়াটা ভুল হবে, কিন্তু তারপরও বলা যায়, এবারের বিশ্বকাপে স্পেন ফেভারিট নয়।

এ বিশ্বকাপ এবং আগামী কয়েক বছরের ফুটবল নিয়ন্ত্রিত হবে গতি এবং চতুর কৌশলের মাধ্যমে। এ যুগে সেরা হবেন তারাই, যারা বলের সঙ্গে ছুটতে পারেন, কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য লম্বা বল পাস দিতে পারেন। সব কথার বড় কথা, ফুটবল আবার তরুণদের খেলায় পরিণত হচ্ছে। জাভি বা ইনিয়েস্তার মতো বয়স্করা রোনালদো, বেল, রেয়াস বা স্ট্রুটম্যানের মতো দ্রুতগতির খেলোয়াড়দের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। ■

অনুবাদ : **শানজিদ অর্ণব**

Kool
For The Real Man